ব্র্যাক- ওয়াশ কর্মসূচি

Participatory Rural Appraisal (PRA)

(অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা)

সহায়িকা

জানুয়ারী ২০০৭

ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচি
ব্র্যাক সেন্টার (১৬ তলা), ৭৫ মহাখালী ঢাকা -১২১২

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
০১	মাঠ পর্যায়ে **PRA** অধিবেশন পরিচালন প্রক্রিয়া	০১
০২	ভূমিকা	০২
	ওয়াশ কর্মসূচিতে **PRA** পদ্ধতির উদ্দেশ্য	০২
০৩	**PRA** কি	০৩
০৪	**PRA** - এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	০৪
০৫	**PRA-III Pillar**	০৫
০৬	**PRA**-এর মূলনীতি	০৫
০৭	**PRA** -এর সুবিধা/ প্রয়োজনীয়তা	০৬
০৮	**PRA**-এর ক্ষেত্রে কি করা উচিৎ ও কি করা অনুচিৎ, বাস্তব ক্ষেত্রে **PRA** প্রয়োগ ও **PRA** প্রক্রিয়া	০৬
০৯	**PRA**অনুশীলনে সহায়কের সহায়তা করার ধাপ	০৭
১০	একজন ভাল PRA সহায়কের গুণাবলী	০৭
১১	PRA-সেশন পরিচালনায় সহায়কের ভূমিকা	০৭
১২	**PRA** পদ্ধতিসমূহ	০৮
১৩	পরিভ্রমণ, পরিভ্রমণের ধাপ, পরিভ্রমণ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, পরিভ্রমণের জন্য সময় প্রয়োগ ক্ষেত্র, সীমাবদ্ধতা	০৯
১৪	Physical Mapping কি? দায়িত্ব বণ্টন উপকরণসমূহ, Physical Map অংকনের ধাপসমূহ	১০
১৫	Social Mapping কি? দায়িত্ব বণ্টন কার্ডের নমুনা, সামাজিক মানচিত্র বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	১১
১৬	Wealth Ranking তথ্য যাচাই সমস্যা চিহ্নি করণ, ওয়াশ কমিটি গঠন, কর্ম পরিকল্পনা তৈরি	১৩
১৭	ওয়াশ কর্মসূচিতে **PRA** পদ্ধতি প্রয়োগ	১৫
১৮	কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি, কর্ম পরিকল্পনা তৈরি প্রক্রিয়া	১৬

মাঠ পর্যায়ে PRA অধিবেশন পরিচালন এবং গ্রাম ওয়াশ কমিটি গঠন প্রক্রিয়া

প্রথম দিন:

- যে গ্রামে "গ্রাম ওয়াশ কমিটি" গঠিত হবে ঐ গ্রামের প্রাথমিক তথ্য খানা জরিপের তথ্য থেকে নিতে হবে।
- কিভাবে PRA করা যায় তার ধারণা আগে যারা খানা জরিপ করেছেন তাদের নিকট জেনে নিতে হবে।
- গ্রাম পরিভ্রমণ করে Physical map তৈরি করতে হবে।
- PRA পরিচালনা টিম প্রথমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গ্রামবাসীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে PRA এর উদ্দেশ্য আলোচনা করবেন এবং তাদের সাথে একটি কর্মময় সম্পর্ক গড়ে তুলবেন। এভাবে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে পুরো গ্রামটি পরিভ্রমণ করবেন।
- প্রতি ৫০ খানা নিয়ে দলীয় আলোচনা করে পুরো গ্রাম কভার করতে হবে। ঐ ৫০ খানা হতে গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যদের প্রাথমিক বাছাই ও Key Informants চিহ্নিত করে তাদের নিয়ে পুরো গ্রামটি পরিভ্রমণ করতে হবে।
- অত:পর একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বা বাড়ীতে Physical map অংকন করবেন।
- গ্রামবাসীদের জানিয়ে আসবেন আগামীকাল কখন এ কাজে আবার আসবেন।

দ্বিতীয় দিন:

- গ্রামবাসীদের নিয়ে সামাজিক মানচিত্র অংকন করবেন। সম্ভব হলে ঐদিন বিকালে গ্রামবাসীদের নিয়ে Cross check করবেন।
- ওয়াশ কমিটির ১১ জন সদস্য (গ্রাম ওয়াশ কমিটি সহায়িকা অনুসরণ করে) বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধি চিহ্নিত করুন।
- ওয়াশ কমিটির জন্য সদস্য নির্বাচন করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সব পাড়া থেকে যাতে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়।
- তৃতীয় দিন বা আগামীকাল আবার কখন যাবেন গ্রামবাসীদের তা জানিয়ে আসুন এবং গ্রামবাসীদের (Key Informants) মধ্য থেকে কে কে উপস্থিত থাকবে তা নিশ্চিত করে আসুন।
- সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। অর্থাৎ তৃতীয় দিন সকালের সাধারণ সভার সকল প্রস্তুতি নিন।

তৃতীয় দিনঃ

- সাধারণ সভায় সামাজিক মানচিত্রের তথ্য সমগ্র গ্রামবাসীদের সামনে তুলে ধরবেন। এ তথ্য দিয়ে তারা কিভাবে Action Plan তৈরি করবেন তা' তাদের বুঝিয়ে বলুন। একই সাথে গ্রাম ওয়াশ কমিটির লক্ষ্য উদ্দেশ্য বিস্তারিত আলোচনা করুন।
- গ্রাম ওয়াশ কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয় (গ্রাম ওয়াশ কমিটির সহায়িকার আলোকে) বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ১১ জন সদস্য নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠন করুন।

- কমিটি গঠনের পর সাধারণ সভার সকল অংশগ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা গ্রাম কমিটির একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করুন।

- কমিটি গঠনের পর প্রথম সভায় (সাধারণ সভায়) চিহ্নিত করণীয় কাজের তালিকা অনুযায়ী বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন করুন। (ছক অনুযায়ী)

কর্মপরিকল্পনা ছক

নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে করনীয় কাজের তালিকা	কার্যাবলী বাস্তবায়নের সময়সূচি	বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য
পানি বিষয়ক			
স্যানিটেশন বিষয়ক			
স্বাস্থ্য বিধি বিষয়ক			

পরবর্তীতে গ্রাম ওয়াশ কমিটির মিটিং কবে, কোথায় এবং কখন অনুষ্ঠিত হবে তা নির্ধারণ করতে হবে।

এভাবে গড়ে ৩০০ খানা নিয়ে কর্মএলাকার প্রতিটি গ্রামে "গ্রাম ওয়াশ কমিটি" গঠন করতে হবে।

PRA টিম PO-VII এর নেতৃত্বে PO-V ও PA দের নিয়ে পরিচালিত হবে।

ভূমিকাঃ

বর্তমান উন্নত বিশ্বে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য আধুনিক অনেক তত্ত্ব, কলাকৌশল ও প্রচেষ্টা অনবরতভাবে উদ্ভাবন ও তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। ব্যক্তির একক প্রচেষ্টা, কর্মদক্ষতা ও পারঙ্গমতার যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা অনেক গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে। উপরন্ত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী মনোভাব ও প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়, বরং একটি সার্বিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত চিহ্নিত সমস্যার এবং তার সমাধানের ফলাফল খুবই কার্যকরী হয় বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তাছাড়াও WASH কর্মসূচির একটি দিক রয়েছে যা শুধুমাত্র ব্যক্তির বস্তুগত উপকরণে সীমাবদ্ধ নয় বরং প্রয়োজন তার আচরণগত পরিবর্তনের। আর তার জন্য প্রয়োজন জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করা, সচেতন করা, অংশগ্রহণ করানো এবং চিন্তার বিকাশ ঘটানো। PRA এর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ওয়াটার, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণাসহ সঠিক ও নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করা, যাতে কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাস্তব সফলতা অর্জিত হয়।

WASH কর্মসূচিতে PRA পদ্ধতির উদ্দেশ্যঃ

WASH কর্মসূচিকে দ্রুত লক্ষ্যে পৌঁছা এবং স্থায়িত্বশীল করার জন্য PRA পদ্ধতির প্রয়োগ অপরিহার্যঃ

- Social Mapping এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গ্রামের সার্বিক অবস্থা জানা। অর্থাৎ গ্রামের প্রত্যেকটি খানার সার্বিক অবস্থা জানা। যথা- ধনী, মধ্যম ধনী, গরীব, অতিদরিদ্র ও মহিলা পরিচালিত খানা এবং তাদের স্যানিটেশন ও পানির উৎসের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য বের করা।

- PRA থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে খানা জরিপের প্রাপ্ত তথ্যের তুলনা করে সঠিক তথ্য নিরূপণ করা।

- গ্রামবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে PRA এর মূল ৪টি ধাপ (পরিভ্রমণ, ভৌত মানচিত্র, সামাজিক মানচিত্র ও সম্পদ ভিত্তিক স্তর বিন্যাস) অতিক্রম করতে হয়। সুতরাং তাদের এই অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রাম WASH কমিটির জন্য যোগ্য সদস্য প্রাথমিকভাবে বাছাই করা।
- গ্রামবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের মূল সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা।
- সমস্যার আলোকে চাহিদা নিরূপণ করা।
- চাহিদার ভিত্তিতে তারা নিজেরা Action Plan তৈরি করে তা বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। যেমন-
- টিউবওয়েল এবং ল্যাট্রিন এর চাহিদা বা প্রয়োজন কতটি তার একটি তালিকা তৈরি।
- তহবিল গঠনের মাধ্যমে কতদিনের মধ্যে টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন স্থাপন করা সম্ভব তা নির্ধারণ করতে পারবে।
- কর্ম-পরিকল্পনা বা Action Plan অনুযায়ী টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন স্থাপন এবং Hygiene Promotion এর কাজ দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা নিজেরা মনিটরিং করতে পারবেন।
- খাওয়ার আগে ও পায়খানার পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়া সম্পর্কে জানতে পারবে।
- ল্যাট্রিনে পর্যাপ্ত পানিসহ পানির পাত্র আছে কিনা জানতে পারবে।
- ল্যাট্রিনে যাওয়া ও আসার সময় স্যান্ডেল ব্যবহার করে কিনা এ সম্পর্কে জানতে পারবে।
- গ্রামবাসীদের সাথে কর্মময় সম্পর্ক গড়ে তোলা।

PRA-কি?

উন্নয়নকে তরান্বিত করতে PRA একটি কার্যকরী পন্থা। PRA এর পূর্ণ অর্থ Participarory Rural Appraisals অর্থাৎ অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা। উন্নয়নকে তরান্বিত করতে PRA একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানো যায় এবং অংশগ্রহণকারীরা নিজেরাই তাদের চাহিদা নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে পারেন।

অর্থাৎ PRA হলো একটি পন্থা বা পদ্ধতির সমষ্টি যার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে এমনভাবে সক্ষম করে তোলা হয় যাতে তারা তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময় বৃদ্ধি ও নিজেদের অবস্থা বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে।

PRA ধারণাটি বলতে গেলে যে কথাটি না বললেই নয় তা হলো RRA অর্থাৎ Rapid Rural Appraisals "দ্রুত গ্রামীণ সমীক্ষা"। এখানে কিছু প্রশ্ন আগে থেকে নির্ধারণ করে নেওয়া হত। তার পর গ্রামবাসীর মধ্যে থেকে কয়েকজনকে নিয়ে তাদের কাছে প্রশ্ন করা হত এবং উত্তর লিখে আনা হত। আর এগুলো বিশ্লেষণ করে সমাধান করা হত। এক্ষেত্রে গ্রামবাসীর অংশগ্রহণ সর্বক্ষেত্রেও হত না ফলে ভালো ফলাফল অর্জিত হত না। RRA এর ক্ষেত্রে নিম্নে প্রদত্ত ধাপ অনুযায়ী Programme কে স্থায়ীত্বশীল করতে কাজ করা হত।

RRA	আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করা ও বিশ্লেষণ করা সমাধান বের করা Action Plan বা কর্মপরিকল্পনা করা বাস্তবায়ন করা।

RRA এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা যায় তা হলো অংশগ্রহণকারীদের মতামতের প্রাধান্য না থাকায় সমস্যা সঠিকভাবে চিহ্নিত হতো না এবং সমাধানের ব্যবস্থা সঠিক হয় না। ফলে Action Plan সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হতো না, যার জন্য RRA প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আর এই ব্যর্থতা থেকেই PRA এর উদ্ভব। PRA এর ক্ষেত্রে চিত্রে প্রদত্ত ধারা অনুযায়ী কাজ করতে হয়-

সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে

PRA	সমস্যা চিহ্নিত করা আলোচনা করা সমাধান Action Plan বা কর্ম পরিকল্পনা করা বাস্তবায়ন ভালো ফলাফল

যেহেতু PRA এর শুধুমাত্র গ্রামে করা হয় না। এটা শহরের বস্তি এলাকাতেও করা যায়। তাই এর আধুনিক সংস্করণ হলো PLA অর্থাৎ Participatory Local Appraisals বা Participatory Learning Action.

PRA এর লক্ষ্যঃ

গ্রামবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং-এর মাধ্যমে একটি উন্নয়ন অবকাঠামো তৈরি করা, যার মাধ্যমে কর্মসূচি স্থায়িত্বশীল হয় এবং আশানুরূপ উন্নয়ন সম্ভব হয়।

PRA এর উদ্দেশ্যঃ

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য-

জনসমষ্টির উন্নয়ন পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সমস্যা নির্ণয়, চাহিদা নিরূপন, সম্পদ ও সম্ভাবনা নির্ণয় করা।

- ভবিষ্যত কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন
- গরীব জনগোষ্ঠীর জীবনাবস্থা পরিবর্তন আনা
- চলমান কর্মসূচি সমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্যঃ

- ভূমিকা উল্টানো- জনসমষ্টির সদস্যগণ উন্নয়নের মূল বিষয় এবং ভূমিকাপালনকারী হয়ে দাড়ায়। বহিরাগতরা শুধু প্রক্রিয়াগত সহায়তা করে।
- সকল অংশগ্রহণকারীগণের সামর্থ্য যৌথ পদক্ষেপের মাধ্যমে ত্বরান্বিত করা।
- জনসমষ্টির সদস্যরা তাদের অবস্থা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে শিক্ষা নিয়ে সে অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
- মানুষের সাথে মিথস্ক্রিয়ার (পারস্পরিক মতামত বিনিময়) মাধ্যমে বহিরাগত উন্নয়ন কর্মীদের মনোভাব ও আচরণের পরিবর্তন ঘটানো।

PRA III Pillar বা তিনটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথাঃ-

১. দৃষ্টিভঙ্গি- Attitude.
২. পদ্ধতি- Methods.
৩. মতবিনিময়-Sharing.

আচরণ	পদ্ধতি	মতবিনিময়
গ্রহণ করার মানসিকতা এক সঙ্গে বসার মানসিকতা ধীর স্থির থাকা ভুল স্বীকার করা শেখার মানসিকতা শ্রদ্ধা দেখানো সহায়তা দ্রুত এগিয়ে যাওয়া জিজ্ঞাসা করা Hand Over the Stick	সাক্ষাতকার পর্যবেক্ষণ মতামত	সম্পর্ক তৈরি পরিবেশ তৈরি তথ্য বিনিময় যাচাই করা সম্পদ খোঁজা স্থানীয় নেতা

এই স্তম্ভের কোন একটি দুর্বল হলে PRA পদ্ধতি হতে ভাল ফলাফল আশা করা সম্ভব না। PRA পদ্ধতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূলকথা হলো অংশগ্রহণকারীদের মতামত মনোযোগ সহকারে শোনা এবং নিজের সর্বোচ্চ বিবেচনা প্রয়োগ করা। অর্থাৎ "Use your own best Judgement."

PRA এর মূলনীতিঃ

- বিপরীতমুখী শিক্ষণ
- দ্রুত ও ক্রমবর্ধমান হারে শিক্ষণ
- পক্ষপাতহীন
- প্রত্যাশিত তথ্য অর্জন

PRA এর সুবিধা/ প্রয়োজনীয়তা

- জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ
- বাস্তবমুখী ও গণমুখী
- মানুষকে উৎসাহিত করে
- প্রকল্পকে স্থায়ী করে
- সহজে বিষয়ের গভীরে পৌঁছানো যায়
- সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

নিম্নে PRA করতে আমাদের কি করা উচিৎ এবং কি করা অনুচিৎ তা আলোচনা করা হলো-

কি করা উচিৎ Do's	কি করা অনুচিৎ Don'ts
• সম্মান প্রদর্শন • ধৈর্য্যশীল থাকা • প্রশ্নপত্র তৈরি করা • মাটিতে/পাটিতে বসা • উৎসাহিত করা • তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখা (ইতিবাচক মনোভাব থাকা।)	• তাড়াহুড়া করা • বিকৃত চিন্তা করা • নিয়ম ভঙ্গ করা • বিরক্ত হওয়া • অবিশ্বাস করা

বাস্তব ক্ষেত্রে PRA প্রয়োগঃ

কাউকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাতে হলে তার মধ্যে চিন্তার পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। অথবা তাদের মধ্যে চাহিদা সৃষ্টি করে দিতে হবে। PRA পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা WASH Programme কে স্থায়ীত্বশীল করতে জনগণের মধ্য চিন্তার পরিবেশ তৈরি করে, তাদের সমস্যা চিহ্নিত এবং সমাধানে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করবো।

PRA approach:

- Top-down approach - উপর থেকে নীচে
- Bottom-up approach - নীচ থেকে উপরে

Top-down approach - এ সমাজের উপরের শ্রেণীর লোকেরা সমস্যা চিহ্নিত করে এবং নিচের লোকদের নির্ধারণ করে দেয় কি করতে হবে। অর্থাৎ নিচের লোকদের উপর চাপিয়ে দেয়।

তবে PRA পদ্ধতির ক্ষেত্রে Bottom-up approach টি বেশী উপযোগী হবে। এ ক্ষেত্রে সমাজের নিচের শ্রেণীর লোকেরা নিজেরাই নিজেদের চাহিদা নির্ধারণ করে, পরিকল্পনা প্রণয়ণ করে সমাধানের পথ খুঁজে বের করে। এক্ষেত্রে উপরের শ্রেণীর লোকেরা সেই পরিকল্পনা প্রণয় এবং বাস্তবায়নে সহায়তা করে মাত্র।

PRA অনুশীলনে সহায়কের সহায়তা করার ধাপঃ

১ নং - PRA-এর জন্য অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করা
২ নং - অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে খোলামেলা সম্পর্ক তৈরি করা
৩ নং - PRA-এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া
৪ নং - খুবই স্বাভাবিকভাবে এবং তাড়াহুড়া না করে PRA পরিচালনা করা
৫ নং - ফলাফলের বিশ্লেষণ করতে অংশগ্রহণকারীদের সহায়তা করা
৬ নং - শিক্ষণ ও বিশ্লেষণ সার-সংক্ষিপ্ত আকারে পুনরায় আলোচনা করতে বলা
৭ নং - কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে বলা
৮ নং - PRA করে তাদের কেমন লাগলো/ অনুভূতি কি সে সম্পর্কে মত বিনিময় করা
৯ নং - যাবতীয় কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন তৈরি করা।

একজন ভাল PRA সহায়কের গুণাবলী

- একটি বন্ধুত্বপূর্ণ খোলামেলা এবং এখানে সকলেই সমান এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে
- জনগণকে তাদের সমস্যা ও প্রয়োজন প্রতিফলিত করার জন্য সহায়তা করে
- যেসব অংশগ্রহণকারী সাধারণত দলীয় সভায় কথা বলে না, তাদের উৎসাহিত করে ও সকলকে সমান সুযোগ দেওয়া
- মনোযোগ ও ধৈর্য্য সহকারে শোনা, কখনো নিজের প্রভাব বিস্তার না করা
- বিণয়ী থাকা
- অবস্থা বিশ্লেষণে জনগণকে সহায়তা করা এবং তা সমাধানের জন্য একত্রে পরিকল্পনা করা
- অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলোকে মর্যাদা/ মূল্য দেয়া। কখনও তাদের কটাক্ষ/কটুক্তি না করা
- কখনও একক কোনো মতামতকে মূল্য আরোপ বা পক্ষপাতিত্ব না করা
- প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করা, বিভিন্ন উৎসাহী দলের সাথে সমন্বয় করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা।

PRA-সেশন পরিচালনায় সহায়কের ভূমিকাঃ

- একটি অনুশীলনে শুধু একটি বিষয়ে অনুশীলন করতে হবে অর্থাৎ একটি PRA কার্যক্রমে যেকোন একটি বিষয়ের চিত্র তুলে ধরতে হবে। PRA শুরু করার পূর্বেই অংশগ্রহণকারীদের PRA এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করে দিতে হবে। PRA শেষ হবার পর প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
- PRA কার্যক্রমটিকে কখনও শুধু তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসাবে দেখা যাবে না। অংশগ্রহণমূলক শিখণ, চাহিদা নিরূপন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণের একটি টুলস হিসাবে দেখতে হবে।
- PRA কার্যক্রমটি আরো বেশী ফলপ্রসু হয় যখন জনগণের সাথে বসে করা হয় এবং পরিচালনার দায়িত্ব হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। সহায়কের অবশ্যই এ বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।
- প্রতিটি PRA কার্যক্রমের জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় সময় বরাদ্ধ করতে হবে।

- সকল অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য যদি কেউ কোন ধারণা সম্পূর্ণ বা আংশিক না বোঝে তাহলে PRA কার্যক্রম শুরুর পূর্বে বিষয় বা ধারণা পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য সহায়তা করতে হবে। সহায়ককে অবশ্যই নোট নিতে হবে।
- যদি PRA-তে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই এক সঙ্গে অংশগ্রহণ করে তাহলে সহায়ককে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পুরুষ অংশগ্রহণকারীগণ সেশনে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে না পারে।
- একটি PRA-তে অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অংশগ্রহণকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ও গ্রামের সাংস্কৃতিগত বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করতে হবে।
- অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, যদি কখনও অংশগ্রহণকারীগণ মনে করে যে PRA টি শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহের জন্য তাহলে তারা বহিরাগতদের কাছ থেকে অনেক কিছু পাওয়ার আশা করে। এই ধরনের বিষয়গুলো আন্তরিক সহায়তা প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। সহায়ককে PRA শুরুর পূর্ব থেকেই এ ধরনের সম্ভাব্য ঘটনা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।
- সহায়ককে খুবই স্বাভাবিকভাবে PRA পরিচালনা করতে হবে এবং নিজের কোনো ধারণা অংশগ্রহণকারীদের উপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না।
- PRA শুধু বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণের জন্যই নয় বরং পরবর্তীতে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার সূচনা করে।

PRA পদ্ধতি সমূহঃ

PRA-তে অনেক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। PRA-তে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি সমূহগুলো-

1. পরিভ্রমণ
2. মিটিং
3. বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র
4. বিভিন্ন ধরনের ডায়াগ্রাম
5. সম্পদের স্তর বিন্যাস
6. জরিপ
7. ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারা
8. সাক্ষাৎকার
9. জীবনযাপন প্রণালী বিশ্লেষণ
10. ত্রিমাত্রিক বাছাই
11. গল্প বলা
12. বিভিন্ন ধরনের মডেল তৈরি
13. FGD (Focus Group Discussion)

PRA-এর বিভিন্ন Techniques গুলোর মধ্যে থেকে চারটি Techniques পরিভ্রমণ, Physical map, সামাজিক মানচিত্র ও Wealth ranking পদ্ধতি নিয়ে WASH Programme-এ কাজ করা হবে। নিম্নে এই পদ্ধতি চারটি বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

পরিভ্রমণ (Transect)ঃ

কোন গ্রামের একপ্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত হেঁটে ভ্রমণ করার সময় পর্যবেক্ষণ করা এবং স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি-ই হলো পরিভ্রমণ। এই পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত গ্রামের বা কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকার ভৌত অবকাঠামো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ভৌত অবকাঠামো বলতে বুঝায় সেই গ্রাম বা এলাকার পুকুর, মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, হাটবাজার, ভূমি, নদী,নালা, খাল-বিল, আবাদী জমির ধরন, রাস্তা-ঘাট, জলাশয়, বনজ সম্পদ, বিভিন্ন শিক্ষা, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অবস্থানকে বুঝায়। পরিভ্রমণের মাধ্যমে ভৌত অবকাঠামো ছাড়াও আরও অন্যান্য বিষয় যেমন- স্থানীয় জ্ঞান ও প্রযুক্তি, মানুষের আচার-আচরণ ধর্মীয় অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে ও তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, যে সকল বিষয় চোখে পড়ে অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ করা যায় ইত্যাদি সকল বিষয় ছাড়াও মানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা করেও উল্লেখযোগ্য বিষয়াবলী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

পরিভ্রমণের ধাপগুলো নিম্নরূপঃ

- গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে আসা
- অভিজ্ঞ গ্রামবাসীদের সঙ্গে কাজ শুরু করা
- অন্য কেউ সঙ্গী হতে চাইলে তাকেও সঙ্গে নেয়া
- তাদের সহায়তায় ঐতিহাসিক স্থান ও ঘটনা জানা
- এজন্য বিভিন্ন প্রশ্ন করা
- ধীরস্থিরভাবে পর্যবেক্ষণ করা
- পরিভ্রমণে যাওয়ার আগে প্রতিবেদনকারী ও একজন মূল সহায়ক নির্ধারণ করা।

পরিভ্রমণ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াঃ

- নির্বাচিত গ্রামে পৌছার পর তথ্যসংগ্রহকারী দলের সদস্য সংখ্যা, গ্রামের ভিতরের রাস্তার সংখ্যা ও গ্রামের ছোটছোট পাড়ার উপর ভিত্তি করে ২/৩টি ছোট দলে বিভক্ত হতে হবে।
- প্রতিটি দলে কমপক্ষে একজন অভিজ্ঞ গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিতে হবে। গ্রামবাসীকে অনুরোধ করতে হবে, যাতে গ্রামটি ঘুরে দেখার সময় তিনি দলে থাকেন। তবে শুরুতেই গ্রামবাসীকে পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য অবশ্যই বর্ণনা করতে হবে।
- পরিভ্রমণের সময় দলের সকল সদস্যগণকে নির্ভূলভাবে গ্রামের ভৌত অবকাঠামো, ভূমির ধরন, নদী-নালা, খাল-বিল, বসত বাড়ীর ধরন, আবাদী জমির ধরন ও অবস্থান ইত্যাদি (PRA উদ্দেশ্য অনুযায়ী) পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- সহায়তাকারী দলে নেয়া গ্রামবাসীর সাথে গল্পের মাধ্যমে গ্রামের ইতিহাস, বিবর্তনের ধারা যেমন- পূর্বে বসতবাড়ীর ধরন কিরূপ ছিল, কবে থেকে কিভাবে বর্তমান রূপ হলো ইত্যাদি জানার চেষ্টা করবে।

- তথ্য সংগ্রহকারী যাবতীয় বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করবেন।
- বিভক্তকৃত ছোট দল পরিভ্রমণ শেষে একত্রিত হবেন এবং সম্ভব হলে পরিভ্রমণকৃত এলাকার মানচিত্র তৈরি করবেন।
- তথ্য সংগ্রহকারীদের যাবতীয় তথ্যাবলী একত্রিত করে পরিভ্রমণের একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।

পরিভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ঃ

পরিভ্রমণের সময় নির্ভর করে গ্রামের অবস্থা ও PRA পরিচালনাকারী দলের সদস্য সংখ্যার উপর। কারণ পরিচালনাকারী দলে যদি বেশি লোক থাকে এবং গ্রামটিকে যদি অধিক খন্ডে ভাগ করা যায় তাহলে সময় কম লাগবে। আর যদি PRA বাস্তবায়নকারী দলে মানুষ কম থাকে এবং গ্রাম যদি বড় হয় তাহলে সময় বেশী লাগবে আর সময় বেশী লাগাটা স্বাভাবিক। তবে বাংলাদেশের গ্রামের প্রকৃতি অনুযায়ী ধরা যেতে পারে যে, একটি গ্রাম পরিভ্রমণ করতে সময় লাগতে পারে দুই থেকে তিন ঘন্টা।

প্রয়োগ ক্ষেত্রঃ

এই পদ্ধতি কোন গ্রামের সামাজিক কাঠামো, গ্রামের মানুষের আচার-আচরণ, প্রযুক্তিগণ জ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। কোন গ্রামের উন্নয়নের জন্য যদি কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয় তাহলে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

গ্রামের রাস্তা-ঘাট, নদী-নালা, প্রাকৃতিক সম্পদ, সামাজিক কাঠামো ইত্যাদির আঙ্গিকে যদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাহলে পরিভ্রমণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

সীমাবদ্ধতাঃ

পরিভ্রমণ কাজটিতে অনেকেই স্বাচ্ছন্দবোধ করেন না। কারণ কোন গ্রামের রাস্তায় হেঁটে কি আর তথ্য সংগ্রহ করা যাবে এই বিষয়টি সত্যিই জটিল। পক্ষান্তরে, আমাদের দেশের অনেকেই খুব কম সময় নিয়ে কাজটি করতে চান এবং ৪/৫ ঘন্টায় আরও কয়েকটি পদ্ধতি ব্যবহার করতে চান ফলে সঠিকভাবে কোন কাজই হয় না। এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য উদ্দেশ্য সময়, বিষয় ও জনবল বিবেচনা করে পদ্ধতি নির্বাচন করা আবশ্যক।

ভৌত মানচিত্র (PHYSICAL MAPPING)ঃ

কোন একটি এলাকার বা গ্রামের প্রাকৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদের অবস্থা প্রথমে মাটিতে, পরে কাগজে চিত্র অংকন করাকে Physical Mapping বলে। এখানে গ্রামের রাস্তা-ঘাট, মসজিদ-মন্দির, বিদ্যালয়, নদী-নালা, খাল-বিল, আবাদী-জমির পরিমাণ, পুকুর, বাজার, বন, পাহাড়, কবর স্থান, ঈদগাহ মাঠ, প্রভৃতি আঁকা হয়।

দায়িত্ব বন্টনঃ

মূলসহায়তাকারীঃ PRA টিমে একজন মূলসহায়তাকারী থাকবেন। তিনি গ্রামবাসীর সামনে তাদের গ্রামে আগমনের উদ্দেশ্য ও PRA- এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করবেন। PO-7-WASH মূলসহায়কের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

প্রতিবেদনকারীঃ PRA টিমে একজন তথ্য সংগ্রহকারী বা প্রতিবেদনকারী থাকবেন। তিনি পরিভ্রমণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণকৃত যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করবেন এবং প্রতিবেদন তৈরি করবেন। Physical Mapping-এ প্রদত্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবেন। PO-V-WASH এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

পরিবেশ সৃষ্টিকারীঃ PRA টিমে একজন পরিবেশ সৃষ্টিকারী থাকবেন। তিনি একটি মানচিত্র অংকনের পরিবেশ তৈরি করবেন এবং এই কাজে উপস্থিত সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। PA-WASH এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন ।

Logistics Supporter: PRA টিমে একজন Logistics Supporter থাকবেন। তিনি PRA-এর যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ কবেন। অর্থাৎ মানচিত্র অংকনের যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ কবেন। এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন একজন PA-WASH.

মানচিত্র অংকনের উপকরণসমূহঃ চক/কাঠি, Brown Paper, রঙ্গিন কাগজ → সবুজ, বেগুনী, লাল, নীল, স্কেল পিন, বিভিন্ন রঙের রঙিন কলম, গাম/ আঠা, কাঁচি, H/H Card, সাদা কাগজ, পেনসিল, কাটার, ইরেজার, আর্ট লাইন মার্কার ইত্যাদি।

Physical Mapping অংকনের ধাপসমূহঃ

১ নং ধাপ - সম্পর্ক উন্নয়নের সূত্র ধরে নির্ধারিত স্থানে যাওয়া

২ নং ধাপ - সকলকে জমায়েত করা

৩ নং ধাপ - ওরিয়েন্টেশন দেওয়া

৪ নং ধাপ - তাকে শ্রদ্ধার সাথে কাঠি হস্তান্তর (উক্ত গ্রামের যিনি ম্যাপ অংকনে আগ্রহী, গ্রাম সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে ও মোটামুটি পারদর্শী এমন কাউকে)

৫ নং ধাপ - বাউন্ডারী অংকনে উৎসাহিত করা (মাটিতে)

৬ নং ধাপ - অন্যদের মতামত যাচাই করা

৭ নং ধাপ - প্রাকৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলো বসানো

৮ নং ধাপ - মাটিতে অংকন শেষ হলে কাগজে মানচিত্রটি আঁকতে হবে।

সামাজিক মানচিত্র (SOCIAL MAPPING)ঃ

Physical Mapping-এ খানা ও খানার তথ্য বসালে তাকে Social Mapping বলে। অর্থাৎ কোন গ্রামের রাস্তা-ঘাট, মাঠ, বসতবাড়ী, বিদ্যালয়, মসজিদ-মন্দির, নদী-নালা, খাল-বিল, আবাদী জমি, ঘের- সুইচ গেট, বাঁধ ইত্যাদি সম্পর্কে সহজে তথ্য সংগ্রহ বা একটি গ্রাম সম্পর্কে সহজে জানার জন্য যে মানচিত্র আঁকা হয় তাকেই সামাজিক মানচিত্র বলে। অনেকেই সামাজিক মানচিত্রকে ভৌগলিক মানচিত্র বা গ্রামের মানচিত্র ও বলে থাকেন। এই মানচিত্রের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি ঐ গ্রামে না গিয়েও গ্রামটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন। ফলে গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তথা গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার একটি ছবি দূর থেকেও জানা সম্ভব। অন্যদিকে এই মানচিত্রের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক শ্রেণী বিন্যাস করে কতজন কোন অবস্থায় আছেন সে সম্পর্কেও সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব।

দায়িত্ব বণ্টনঃ Physical Mapping-অংকনের সময় যারা যে সকল দায়িত্ব পালন করেছেন। তারা সে সকল দায়িত্বই পালন করবে অর্থাৎ মূলসহায়তাকারী, প্রতিবেদনকারী এবং লজিষ্টিক সাপোর্টার পূর্বের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করবে এবং গ্রামবাসীর মধ্য থেকে একজন পরিবেশ সৃষ্টিকারী ঠিক করতে হবে, তাকে তার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে।

এক্ষেত্রে পূর্বের নির্ধারিত পরিবেশ সৃষ্টিকারী কার্ড পূরণের দায়িত্ব পালন করবে। নিম্নে একটি কার্ডের নমুনা দেওয়া হল-

গ্রাম **ইউনিয়ন** **উপজেলা**

০১. খানা নম্বার ঃ

০২. খানা প্রধানের নাম ঃ

০৩. পিতার নাম ঃ

০৪. পাড়া/মহল্লা ঃ

০৫. আর্থিক অবস্থা ঃ (i) ধনী (ii) গরীব (iii) মধ্যবিত্ত (iv) হতদরিদ্র

০৬. পানির উৎসঃ পান করাঃ (i) পুকুর (ii) খাল (iii) নদী (iv) সচল নলকূপ
(v) অচল নলকূপ (vi) আর্সেনিকমুক্ত (vii) আর্সেনিকযুক্ত
(viii) গোড়া পাকা (ix) গোড়া কাচা

রান্না করাঃ (i) পুকুর (ii) খাল (iii) নদী (iv) সচল নলকূপ
(v) অচল নলকূপ (vi) আর্সেনিকমুক্ত (vii) আর্সেনিকযুক্ত
(viii) গোড়া পাকা (ix) গোড়া কাচা

০৭. পায়খানার ধরণঃ (i) গর্ত পায়খানা (ii) রিং-স্লাব ওয়াটার সিলসহ (iv) রিং স্লাব ওয়াটার সিল ভাঙ্গা
(iii) স্যানিটারী (v) খোলা জায়গায়

কার্ডপূরণকারী প্রতিটি খানার জন্য একটি করে কার্ড পূরণ করবেন।

সামাজিক মানচিত্র বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াঃ

- গ্রামের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে পর্যায়ক্রমে খানার চিত্র অংকন করতে হবে। প্রতিটি খানায় ১,২,৩ এভাবে ক্রমিক নং দিতে হবে।
- খানার পানি ও পায়খানার অবস্থা চিত্রায়ন করতে হবে।
- বিভিন্ন তথ্য ভিত্তিক চিত্র অংকন করার সময় প্রতীক বা রং কি হবে তাও তাদের সাথে আলোচনা করে দিতে হবে। যেমন ধনী মানুষের বাড়ীর উপর সবুজ রং, মধ্যবিত্তের বাড়ীর উপর বেগুনী রং দরিদ্র বাড়ীর উপর লাল রং, হত দরিদ্র বাড়ীর উপর নীল রং এর চিহ্ন ব্যবহার করা। এছাড়া মানচিত্রের যে কোন জিনিস বোঝাতে কোন চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে তা তাদের সাথে আলোচনা করে ঠিক করে নিতে হবে।

- সহায়তাকারী তার চাহিদা মোতাবেক সমস্ত বিষয়াবলী যে মানচিত্রে প্রদর্শিত হয় সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।
- প্রতিটি বিষয়কে আলাদাভাবে বুঝানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন বা ছবি, বিভিন্ন রংয়ের মাধ্যমে যেন দেখানো হয় সেই ব্যাপারে ও সহায়ক খেয়াল রাখবেন।
- মানচিত্র অংকনের সময় কোন বিষয় আলোচনা হলে প্রতিবেদনকারী অবশ্যই সেগুলো লিপিবদ্ধ করবেন এবং সে অনুযায়ী প্রতিবেদন তৈরি করবেন।
- সামাজিক মানচিত্র আঁকা হলে গ্রামবাসীর অনুভূতি জানার চেষ্টা করতে হবে। তারা যদি কোন বিষয়ে আলোচনা করতে চান তাহলে তা আলোচনা করতে হবে।
- যদি দেখা যায় গ্রামটি আকারে বড় বা দুই বা ততোধিক পাড়ায় বিভক্ত। সেক্ষেত্রে পাড়া ভিত্তিক মানচিত্র অংকন করে পরে তা একত্রিত করে গ্রাম ভিত্তিক মানচিত্র অংকন করতে হবে। ঐ ক্ষেত্রে পাড়াগুলো থেকে তাদের প্রতিনিধির সহায়তা নেওয়া।

মানচিত্রে ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্নঃ

- রাস্তাঘাট →
- নদী→
- পুকুর→
- স্কুল→
- কলেজ→
- মসজিদ→
- মন্দির→
- বটগাছ→
- খেয়াঘাট→
- FWC →
- বাজার →
- রাইচমিল →
- বাসস্ট্যান্ড →
- মাজার →
- মাদ্রাসা →
- খাল →
- UP অফিস →
- ব্র্যাক স্কুল →
- টিউবওয়েল আর্সেনিক মুক্ত (সবুজ) →
- টিউবওয়েল আর্সেনিক যুক্ত (লাল) →
- গোড়া পাকা →
- গোড়া কাচা টিউবওয়েলঃ →
- ভূমি অফিস →
- হাসপাতাল →
- ক্লাবঘর →
- পাহাড় →
- বাঁশঝাড় →
- শস্যক্ষেত
- রিং স্লাব ওয়াটার সিলসহ
- রি-স্লাব ওয়াটার সিল ভাঙ্গা
- স্যানিটারী পায়খানা
- গর্ত পায়খানা

মানচিত্র আঁকা হলে সেটা উচু স্থানে টানিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং ব্যাখ্যা করতে হবে। গ্রামবাসীকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। এই মানচিত্র দিয়ে কি হবে, কোথায় রাখা হবে তা পুনরায় সংক্ষেপে বলতে হবে। সবশেষে সুন্দর কাজের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে হবে। এ আঁকা মানচিত্রটি ওয়াশ কর্মসূচিতে প্রত্যেক কমিটির নিকট সংরক্ষিত থাকবে। প্রয়োজনে এর কপি উপজেলা ওয়াশ অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে।

সম্পদ ভিত্তিক স্তর বিন্যাস (WEALTH RANKING)ঃ

কোন এলাকার মানুষের আর্থিক অবস্থার বিন্যাস জানতে হলে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকর। খুব অল্প সময়ে একটি এলাকায় ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, অতিদরিদ্র ইত্যাদির একটি যথাসম্ভব সঠিক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব। নানা কৌশলে সম্পদ ভিত্তিক মানুষের স্তর বিন্যাস করা হয়ে থাকে।

গ্রামে বসবাসরত বিভিন্ন পরিবারগুলোর সম্পত্তি যেমন, বসতবাড়ির বা ঘরের ধরন, খাদ্য, প্রাচূর্য্যতা, বসতবাড়ি, আবাদি জমির পরিমাণ, গরু-ছাগল ইত্যাদির মালিকানা, কলকারখানা, সঞ্চয় ইত্যাদি সম্পদকে ভিত্তি করে গ্রামবাসীদের শ্রেণী বিন্যাস করাই হল সম্পদের স্তর বিন্যাস। অর্থাৎ গ্রামের মানুষকে সম্পদের ভিত্তিতে আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে ধনী, গরীব, মধ্যবিত্ত, অতিদরিদ্র বিভিন্ন স্তরে ভাগ করাকেই Wealth Ranking বা সম্পদ ভিত্তিক স্তর বিন্যাস বলে।

Wealth Ranking-এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনঃ

খানা প্রধানকে গরীব-ধনী চেনাতে বিভিন্ন রং ব্যবহার করা। যেমনঃ

ধনী	-	সবুজ
মধ্যম	-	বেগুনী
দরিদ্র	-	হলুদ (ব্র্যাক ভিও মেম্বার)
দরিদ্র	-	নীল (অন্য সংস্থার ভিও মেম্বার)
অতি দরিদ্র	-	লাল

তথ্য যাচাইঃ PRA থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিটি খানায় সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে খানার প্রাপ্ত তথ্যের তুলনা করে সঠিক তথ্য নিরূপণ করাই হলো তথ্য যাচাই বা Cross check।

তথ্য যাচাই প্রক্রিয়াঃ

- প্রথমে PRA টিম দু'জন করে ভাগ হতে হবে
- পূরণ করা তথ্য কার্ড ভাগ করে নিতে হবে
- প্রতিদলে একজন করে গ্রামবাসী সাথে নিতে হবে
- গ্রামবাসীকে নিয়ে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি খানায় উপস্থিত হয়ে কার্ডের তথ্যের সাথে খানার তথ্যের তুলনা করে সঠিক তথ্য নিরূপণ করতে হবে।
- তথ্য যাচাই শেষ হলে মানচিত্র অংকনে সাহায্যকারী গ্রামবাসীদের নিয়ে বসতে হবে।

সমস্যা চিহ্নিতকরণঃ

WASH প্রোগ্রামের আলোকে PRA থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে পানি ও পায়খানা সম্পর্কে সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে। যেমন-

- মোট পরিবারের সংখ্যা/খানার সংখ্যা
- হতদরিদ্রদের সংখ্যা
- দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা

- উচ্চ বিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।
- সম্ভাব্য গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্য ও সদস্য চিহ্নিতকরণ।
- মোট পায়খানার সংখ্যা
- অস্বাস্থ্যকর পায়খানার সংখ্যা
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাবিহীন পরিবারের সংখ্যা
- পায়খানাবিহীন পরিবারের সংখ্যা
- মোট টিউবওয়েলের সংখ্যা
- গোড়া কাঁচা/ভাঙ্গা টিউবওয়েল সংখ্যা
- অচল টিউবওয়েল সংখ্যা
- আর্সেনিক মুক্ত টিউবওয়েল সংখ্যা
- আর্সেনিকযুক্ত টিউবওয়েল সংখ্যা
- টিউবওয়েলবিহীন পরিবারের সংখ্যা
- খাওয়ার আগে ও পায়খানার পর সাবান দিয়ে হাত ধৌত করে কিনা এমন পরিবারের সংখ্যা
- ল্যাট্রিনে পর্যাপ্ত পানিসহ পানির পাত্র আছে কিনা এমন পরিবারের সংখ্যা
- ল্যাট্রিনে যাওয়া ও আসার সময় স্যান্ডেল ব্যবহার করে কিনা এমন পরিবারের সংখ্যা
- ল্যাট্রিনে যাওয়া ও আসার সময় ডান হাতে বদনা ব্যবহার করে কিনা এমন পরিবারের সংখ্যা

WASH কর্মসূচিতে PRA পদ্ধতির প্রয়োগঃ

১. **তথ্য যাচাইঃ** PRA থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে খানা জরিপের প্রাপ্ত তথ্যের তুলনা করে সঠিক তথ্য নিরূপণ করা।

২. **Social mapping-** এ যে বিষয়গুলো অর্ন্তভূক্ত থাকবে।

i) PRA-এর মাধ্যমে প্রত্যেকটি গ্রামের একটি করে সামাজিক মানচিত্র তৈরি করতে হবে।

ii) মানচিত্রের মাধ্যমে গ্রামের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা।

iii) অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে সম্পদের স্তর বিন্যাস করে ধনী, মধ্যম ধনী, গরীব (ভিও সদস্য), অতি দরিদ্র ও মহিলা পরিচালিত খানা চিহ্নিত করা। অর্থাৎ যে সকল খানায় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে বা নেই সেগুলোর অবস্থা, পানির উৎস, খানায় নলকূপ আছে বা নেই, গোড়া পাকা, কাঁচা, ভাঙ্গা, নর্দমার অবস্থা, আর্সেনিকযুক্ত ও মুক্ত নলকূপ ইত্যাদির তথ্য বের করা।

iv) পানির উৎস এবং পায়খানার সঠিক তথ্য বের করা।

v) নির্ভুলভাবে হত দরিদ্রদের সংখ্যা নিরূপণ করা।

vi) গ্রাম WASH কমিটির সদস্য, সদস্যা চিহ্নিত করা।

vii) গ্রামবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে WASH কমিটি গঠনের জন্য সদস্য প্রাথমিক বাছাই করা। WASH কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করা। পরবর্তীতে একটি নির্দিষ্ট দিনে সকল গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে সাধারণ সভার আয়োজন করে গ্রাম WASH কমিটি গঠন করা (গ্রাম WASH কমিটি গঠন সহায়িকা অনুসরণ করে)।

viii) সমস্যার আলোকে চাহিদা নিরূপণ করা।

ix) চাহিদার ভিত্তিতে তারা নিজেরা কর্ম-পরিকল্পনা বা Action Plan তৈরি ও বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।

x) পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা তা তারা নিজেরাই মনিটরিং করতে পারবেন।

কর্মপরিকল্পনা তৈরিঃ

নির্দিষ্ট সময়ে একটি লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় তাই পরিকল্পনা। কমিউনিটির নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী তাদের যেকোন উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা করে তাই কর্মপরিকল্পনা।

কর্মপরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তাঃ

- উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্থানীয় মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়
- উন্নয়ন স্থায়ীত্ব লাভ করে
- কর্মকান্ডের সাথে জনগণের ব্যবধান কমে
- উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পায়
- উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন সহজ হয়
- উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে স্থানীয় চাহিদার সঙ্গতি ঘটে
- চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা দূর হয়
- উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে স্থানীয়ভাবে ঐক্যমত্যের সৃষ্টি হয়

কর্মপরিকল্পনা তৈরি প্রক্রিয়াঃ

- সমস্যার আলোকে চাহিদা নিরূপণ করা
- চাহিদার ভিত্তিতে Action plan তৈরি করা
- কর্মপরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত করা
- মাসে একবার বসে কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করা
- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্য/গ্রামবাসীদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করা
- গ্রাম ওয়াশ কমিটি ও গ্রামবাসীর মধ্য থেকে মনিটরিং টিম তৈরি করা
- কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কি-না তা পর্যবেক্ষণ করা
- প্রতি মাসের মিটিং-এ মনিটরিং টিমের রিপোর্ট প্রদান করা।